তারিখ ... 9 MAR 2015
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৭ ...

প্রথম আলো

আড়াইহাজারের কবি নজরুল স্কুল অ্যান্ড কলেজ

প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি ●

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলার থাকান্দা ইউনিয়নের তেঁতেতলা গ্রামের কবি নজরুল স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রধান শিক্ষক মোশাররফ হোসেনের বিরুদ্ধে জালিয়াতি করে নিয়োগ, পরীক্ষার নম্বর বাড়ানোর, অর্থ আত্মসাৎ, অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি ২০১২ সালে কলেজে উন্নীত হয়। তবে এখনো অধ্যক্ষ নিয়োগ হয়নি। এখানে সহস্রাধিক শিক্ষার্থী লেখাপড়া করে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা কমিটির সদস্য নুরুল ইসলাম অভিযোগ করেন, ২০০৯ সালের ১৫ অক্টোবর মোশাররফ হোসেন প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। প্রধান শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা-সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী মোশাররফ হোসেন নিজেই লেখেন। ওই পরীক্ষায় তিনি ১৬ নম্বর পেয়েছিলেন। কিন্তু কার্যবিবরণীতে মোশাররফ ১৬-এর স্থলে ২৬ লেখেন। যদিও ১২ জন প্রার্থীর মধ্যে একজন প্রার্থী সর্বোচ্চ মাত্র ২৪ পেয়েছিলেন।

নুরুল ইসলাম আরও অভিযোগ করেন, চাকরিপ্রার্থী মোশাররফ নিজেই নিয়োগ কমিটির বৈঠকের কার্যবিবরণী লেখেন এবং পরিচালনা কমিটির সহসভাপতির সই জাল করেন। অনিয়মের মাধ্যমে প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ লাভ করার পর থেকে মোশাররফ হোসেন শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগে দুর্নীতি করেছেন। ২০০৯-১১ পর্যন্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদনে ব্যাংক হিসাবে দুই লাখ টাকার গরমিল পাওয়া গেছে।

প্রধান শিক্ষক প্রতিষ্ঠানের একটি পুরাতন ঘর বিক্রি করলেও টাকা প্রতিষ্ঠানের তহবিলে জমা দেননি। এক হাজার টাকার বেশি নগদ অর্থ ব্যাংকে না রাখার বিধান থাকলেও তিনি নগদ এক লাখ ২৩ হাজার টাকা নিজের কাছে রাখেন। এক লাখ ৩১ হাজার টাকার ৩১টি রসিদে আদায়কারী ও প্রদানকারীর সই নেই।

প্রধান শিক্ষক মোশাররফ হোসেন বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সহসভাপতির সই জাল ও নম্বর বাড়ানোর অভিযোগ প্রসঙ্গে বলেন, 'আমি এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রধান শিক্ষক পদে যোগ দেওয়ার আগে সহকারী শিক্ষক ছিলাম। তখন কর্তৃপক্ষ আমাকে দিয়ে সভার কার্যবিবরণী লিখিয়েছে। কার্যবিবরণীতে সই জাল ও নম্বর বাড়ানোর অভিযোগ সঠিক নয়। বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ও হিসাবসংক্রান্ত কাজে কোনো দুর্নীতি ও অনিয়ম হয়নি।'

আড়াইহাজার উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আফরোজা বেগম জানান, এ ব্যাপারে লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।